যীশু মনুষ্যপুত্র

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

মানবদেহ ধারণ।

কুমারীর গর্ভে জন্ম।

মানব সুলভ দুর্বলতা ও অক্ষমতা।

নিখুঁত ও সিদ্ধ জীবন।

মানবদেহ ধারণের উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরকে প্রকাশ করা।

প্রস্তুতি।

অন্যের বদলে নিজেকে দেওয়া।

মধ্যস্থ স্বরূপ হওয়া।

মনুষ্যপুত্র নামটি মনে হয় যীশুর কাছে একটি প্রিয় উপাধি ছিল। সুসমাচারে এই নামটি তিনি ৭৯ বার ব্যবহার করেছেন। কেন ? এই নামের মানেই বা কি ? এই নামটি আমাদের বিশেষভাবে বলে দেয় যে, যীশু মানব দেহ ধারণ করেছেন এবং মানব জাতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন।

মনুষ্যপুত্র কথাটি পুরাতন নিয়মের ভাববাণী থেকে নেওয়া মশীহের একটি উপাধি। হিব্রু ভাষায় এটি হচ্ছে বেন-আদম। এর অনুবাদ করা যায় আদমের পুত্র, মনুষ্যপুত্র, মানব জাতির পুত্র। এই নামটি যীশুর সম্বন্ধে চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ঃ

১। যীশু সত্যিকার মানুষ ছিলেন। তাঁর দেহ কেবল মাত্র এমন একটা ছদ্মবেশ ছিলনা যার মাধ্যমে ঈশ্বর জগতে এসেছিলেন। তাঁর মধ্যে সত্যিকার মানব স্বভাব ছিল।

২। আদম-পুত্র যীশুই হলেন সেই নারীর বংশ, যাঁর সম্বন্ধে ঈশ্বর আদম ও হবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,–তিনি তাদের সেই বংশধর যিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন।

৩। আদম-পুত্র যীশু সমগ্র মানব জাতির। তিনি কোন বিশেষ স্থান, কাল বা পাত্রের (জাতির) মশীহ নন, তিনি সমগ্র মানব জাতির মশীহ।

৪। যীশু এমন এক দায়িত্ব নিয়ে এই জগতে এসেছিলেন, মানব জাতির সত্যিকার প্রতিনিধি হিসাবেই একমাত্র তিনি যা সম্পন্ন করতে পারতেন।

মানবদেহ ধারণ

ঈশ্বর মানুষের দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট হলেন মানুষের চেহারায় ঈশ্বর।

কুমারীর গর্ভে জন্ম ঃ

কিভাবে কোন্ অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বর-পুত্র মনুষ্য-পুত্র হলেন ? যীশুর পক্ষে আদমের বংশে জন্ম গ্রহণ করবার জন্য তার একজন রক্ত মাংসের 'মা'-এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁর কোন রক্ত মাংসের বাবা ছিলেন না। ঈশ্বরই ছিলেন তাঁর বাবা। যিশাইয় যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই অলৌকিক ভাবে কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে ঈশ্বর মানুষের সাথে একাত্ত হয়ে তাদের মাঝে বাস করতে এসেছিলেন।

ডাক্তার লূক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন, তিনি লিখেছেন ঃ

লূক ১ ঃ ২৬–৩৮ ঈশ্বর গালীল প্রদেশের নাসারত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি কুমারী মেয়ের কাছে গাব্রিয়েল দূতকে পাঠালেন। রাজা দায়ূদের বংশের যোষেফ নামে একজন লোকের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। স্বর্গ-দূত মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, "প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন।"

এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন, এরকম শুভেচ্ছার মানে কি। স্বর্গদূত তাকে বললেন, মরিয়ম, ভয়

কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব দয়া করেছেন। শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন। তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পূর্ব-পুরুষ রাজা দায়ুদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি যাকোবের বংশের লোকেদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব করা কখনও শেষ হবে না।

তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, "এ কেমন করে হবে ? আমার তো বিয়ে হয়নি।" স্বর্গদূত বললেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং মহান ঈশ্বরের শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে।এই জন্য যে পবিত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবেন, তাঁকে ইশ্বরের পুত্র বলা হবে। -- মরিয়ম বললেন, "আমি প্রভুর দাসী আপনার কথা মতই আমার উপর সব কিছু হোক।" এর পরে স্বর্গদূত মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলেন।

মরিয়ম গর্ভবতী, তার বাগ্‌দত্ত স্বামী এ কথা জানলে কি হয়েছিল, মথি নামে যীশুর একজন শিষ্য তা বর্ণনা করেছেন।

মথি ১ : ১৯–২৫ মরিয়মের স্বামী যোষেফ সৎ লোক ছিলেন। তিনি লোকের সামনে মরিয়মকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না ; এই জন্য তিনি গোপনে তাকে ছেড়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন। যখন যোষেফ এই সব ভাবছিলেন, তখন প্রভুর এক দূত স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে বললেন, "দায়ূদের বংশধর যোষেফ ! মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় কারো না, কারণ, তার গর্ভে যা জন্মেছে তা পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জন্মেছে। তার একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম যীশু রাখবে কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"

এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্যে দিয়ে প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয় "দেখ, একজন কুমারী মেয়ের গর্ভ হবে, আর তার একটি ছেলে

হবে ; তাঁর নাম রাখা হবে, ইম্মানুয়েল । এই নামের মানে হল, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর । "

প্রভুর দূত যোষেফকে যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠে তিনি তেমনই করলেন । তিনি মরিয়মকে বিয়ে করলেন, কিন্তু ছেলের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগে মিলিত হলেন না । পরে যোষেফ ছেলেটির নাম যীশু রাখলেন ।

যীশু একজন মানুষ হলেন, এই কথার মানে এই নয় যে, ঈশ্বর একজন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, কিম্বা মানুষ হওয়ার ফলে তিনি আর ঈশ্বর ছিলেন না । ঈশ্বর পুত্র মানুষ হয়েও তাঁর ঈশ্বরত্ব হারান নি । মনুষ্য-পুত্র হিসাবে তিনি এক নূতন স্বভাব, অর্থাৎ মানব স্বভাব গ্রহণ করেছিলেন ! এক ব্যক্তি, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে এই মানব স্বভাব তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের সাথে মিলিত হয়েছিল এই ভাবে যীশু খ্রীষ্ট পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ মানব । যীশুর মানব দেহ ধারণ বলতে আমরা এটাই বুঝি ।

মানব-সুলভ দুর্বলতা ও অক্ষমতা :

একজন সত্যিকার মানুষ এবং আমাদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য যীশু নিজেকে খাটো করেছিলেন :

তিনি মানব দেহ ও মানব স্বভাব গ্রহণ করেছিলেন ।

মানুষের মধ্যে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় অবস্থার অধীন হয়েছিলেন ।

মানুষ যে সীমাবদ্ধ আত্মিক ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, তিনিও তার অধীন হয়েছিলেন ।

মানব দেহ ও মানব স্বভাব । যীশু তাঁর অমরত্ব ছেড়ে মানব দেহ এবং এর সমস্ত দুর্বলতাকে গ্রহণ করলেন । তিনি রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, এবং মৃত্যুর অধীন হলেন । তাঁর ক্ষুধা পেত, তিনি তৃষ্ণার্ত হতেন, ক্লান্ত হতেন ।

দুঃখ-কষ্ট, হতাশা ও নৈরাশ্য এবং মর্মান্তিক যতনা তিনিও ভোগ করেছেন। তিনি মানব সুলভ আনন্দ ও ভয় ভীতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

মানুষের মাঝে জীবন যাপনের শর্তাবলী। এই জগতের সৃষ্টিকর্তা তাঁর ক্ষমতা পরিত্যাগ করে এক দুর্বল শিশুর রূপ নিয়ে এই পৃথিবীতে এলেন। তিনি সব রকম জ্ঞানের উৎস,তিনি লিখতে পড়তে ও ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে শিখলেন। তিনি কাঠ-মিস্ত্রির কাজ করলেন। যেখানে স্বর্গদূতগণ তাঁর উপাসনা করত, সেই মহিমার সিংহাসন ছেড়ে একজন দাসের স্থান গ্রহণ করলেন, উপহাস ও বিদ্রুপ সহ্য করলেন, অত্যাচার ভোগ করলেন,–নিজের জীবনকে অন্যের সেবায় এবং মানুষের পাপের বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

মানুষ যে সীমাবদ্ধ আত্মিক ক্ষমতা ও সযোগ সুবিধা পেতে পারে, তিনিও তার অধীন হয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে আমরা যে আত্মিক ক্ষমতা ও পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি, যীশুও নিজেকে তার সামীল করবার দ্বারা আমাদের ঈশ্বরের আদর্শ দেখিয়েছেন। তিনি প্রার্থনা করেছেন–আর ঈশ্বর সে প্রার্থনার উত্তরও দিয়েছেন। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি ঈশ্বরের গৃহে গিয়েছেন, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করেছেন। শয়তান তাঁকে পাপ কাজের প্ররোচনা দিলে তিনি বাইবেল থেকে ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যে তার প্রতিরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর আলৌকিক কাজগুলি ঈশ্বরের আত্মাই তাঁর মাধ্যমে সাধন করেছেন এবং ঈশ্বর তাঁকে যা বলেছেন তাই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

যীশু আমাদের ত্রাণকর্তা হওয়ার জন্য নিজেকে কিরূপ নত করেছিলেন, আর এজন্য ঈশ্বর তাঁকে কিরূপ সম্মানিত করেছেন ও করবেন, ফিলিপীয়দের কাছে লেখা চিঠিতে প্রেরিত পৌল তা বর্ণনা করেছেন।

ফিলিপীয় ২ : ৬-১১ ; স্বভাবে তিনি ঈশ্বরই রইলেন (অর্থাৎ ঈশ্বরের সমস্ত গুণাবলীই তাঁর ছিল), কিন্তু বাইরে ঈশ্বরের সমান থাকা তিনি আঁকড়ে ধরে রাখবার মত এমন কিছু মনে করেন নি। তিনি বরং দাস

(চাকর) হয়ে এবং মানুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে নিজেকে নীচু করলেন (এর মানে, তাঁর সমস্ত ন্যায্য অধিকার ও সম্মান তিনি ছেড়ে দিলেন) । এছাড়া, চেহারায় মানুষ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থেকে তিনি নিজেকে আরও নীচু করলেন ।

ঈশ্বর এই জন্যই (নিজেকে এত নীচু করেছিলেন বলে) তাঁকে সবচেয়ে উচুঁতে উঠালেন এবং এমন একটা নাম দিলেন যা সব নামের চেয়ে মহৎ, যেন স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর গভীরে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই যীশুর সামনে (অবশ্যই) মাথা নীচু করে, আর পিতা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য (অকপটে ও প্রকাশ্যে) স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু ।

নিখুঁত ও সিদ্ধ জীবন :

যীশু এক নিখুঁত ও সিদ্ধ যাপন করেছেন । তাঁর মধ্যে কোন দোষ বা দুর্বলতা ছিলনা । তাঁর শত্রুরা তাঁর মধ্যে কোন দোষই খুঁজে পায়নি । যীশু যখন বয়সে বেড়ে উঠছিলেন তখন তিনি অন্যান্য ছেলে-মেয়ে ও যুবক-যুবতীদের মতই সব রকম প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন । কিন্তু তিনি ছিলেন পবিত্র, সৎ এবং অকপট, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি প্রেম পূর্ণ ।

যীশু পাপ ঘৃণা করতেন ও এর সমালোচনা করতেন ; কিন্তু তিনি পাপীকে ভালবাসতেন । তিনি পাপীদের বন্ধু বলে পরিচিত ছিলেন । তবুও

তিনি কখনও পাপ করেননি । তিনি পাপীদের জীবনে পরিবর্তন এনেছেন । পাপীরা তাঁর কোনই পরিবর্তন করতে পারেনি ।

মনুষ্যপুত্র হিসাবে যীশুর নিখুঁত জীবন ছিল তাঁর কাজেরই একটা অংশ । মানব জাতির প্রতিনিধিরূপে তিনি ঈশ্বরের প্রতিটি আদেশ পালন করে চলতেন । যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে, তাদের জন্য স্বর্গে যে অনন্ত জীবন ও সুখের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যীশু তাদের জন্য সমস্ত আশীর্বাদই অর্জন করেছিলেন । আমাদের পরিবর্তে নিখুঁত ও সিদ্ধ বলি হিসাবে তিনি (১) আমাদের অপরাধ বহন করে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করবার যোগ্য ছিলেন । (২) ঈশ্বরের আদেশ পালনের সমস্ত আশীর্বাদ এবং তাঁর ধার্মিকতা আমাদের দেবার যোগ্য ছিলেন ।

শয়তান যীশুকে দিয়ে পাপ করতে ও তাঁর কর্তব্য থেকে বিচলিত করতে চেষ্টা করেছিল । কিন্তু যীশু সব প্রলোভনকে জয় করে আমাদের পরিত্রাণ সাধনের মহান কর্তব্য পালন করেছেন । যীশুর সাধুতা নেতি-বাচক ছিল না । তা ছিল সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার বশীভূত হওয়া (ইতি-বাচক)। তিনি কেবল অন্যায় কাজ বর্জন করেছেন এমন নয়, কিন্তু তিনি সদাসর্বদা ন্যায় কাজ করেছেন । তিনি প্রমের অবতার, আর কাজের মধ্যে তিনি এই প্রেম প্রকাশ করেছেন ।

যীশু ৩০ বছর বয়সে প্রকাশ্যে তাঁর কাজ আরম্ভ করেন । তিনি লোকদের ঈশ্বরের বিষয়, ও কিভাবে তারা তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে তার বিষয় শিক্ষা দিতেন । তিনি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী ও শিক্ষক । সামান্য স্পর্শ অথবা আদেশ দিয়ে তিনি শত শত রোগীকে সুস্থ করেছেন । পাপীরা তাঁর কাছে এসে পাপের ক্ষমা, শান্তি ও পাপ থেকে মুক্তি লাভ করত এবং সেই সংগে তাঁর ভালবাসায় পূর্ণ এক আশ্চর্য নূতন জীবন লাভ করত ।

প্রেরিত ১০ : ৩৮ আপনারা এও জানেন যে, ঈশ্বর নাসরতের যীশুকে পবত্র আত্মা ও শক্তি দিয়েছিলেন । ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলে তিনি

ভাল কাজ করে বেড়াতেন এবং শয়তানের হাতে যারা কষ্ট পেত তাদের সবাইকে সুস্থ করতেন।

কিন্তু যীশুর সময়ের ধর্মীয় নেতারা তাঁকে হিংসা করত এবং তাঁকে মশীহ বলে স্বীকার করতে রাজী ছিল না। তারা মিথ্যাভাবে তাঁকে দোষী করেছিল এবং ক্রুশে দিয়ে বধ করেছিল। (যিশাইয় ভাববাদী যেমন বলেছিলেন)। দুইজন অপরাধীর মাঝখানে একজন সাধারণ অপরাধীর মতই তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। যে লোকদের তিনি উদ্ধার করতে এসেছিলেন তাঁর মৃত্যুকালে তারা তাঁকে উপহাস করেছে। এসব সত্ত্বেও যীশু তাদের ভালবেসেছেন ও তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

লুক ২৩ : ৩৪ "পিতা এদের ক্ষমা কর, এরা কি করছে তা জানেনা।"

কবরে গিয়েই যীশুর সিদ্ধ জীবনের অবসান হয়নি। পিতা ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাকে আবার মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন। এর চল্লিশ দিন পরে তিনি স্বর্গে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি এখন আমাদের প্রতিনিধি। একদিন তিনি আবার পৃথিবীতে আসবেন এবং পূর্ণ ন্যায় বিচার ও চিরস্থায়ী শান্তিতে এই জগতে শাসন করবেন।

মানবদেহ ধারণের উদ্দেশ্য

ঈশ্বর মানুষ হলেন কেন ? তিনি তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের সথে মানব দেহ ও মানব স্বভাব যোগ করলেন কেন ? মানবদেহ ধারণের কি প্রয়োজন ছিল ? চারটি কথায় আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারি (১) আত্মপ্রকাশ, (২) প্রস্তুতি, (৩) প্রতিভু বা অন্যের বদলে হওয়া এবং (৪) মধ্যস্থ হওয়া।

আত্মপ্রকাশ :

ঈশ্বর কেমন তা আমাদের দেখানোর জন্যই যীশু মানুষ হয়ে আমাদের মাঝে বাস করেছিলেন। তাঁর মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের স্বভাব দেখতে পাই।

যীশুকে জানবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানতে পারি । এ বিষয়ে আমরা আরও পড়াশুনা করব ।

নিখুঁত ও সিদ্ধ মানব জীবন কিরকম তা দেখানোর জন্যই ঈশ্বর পুত্র মানুষ হয়ে এসেছিলেন । যীশুর নিখুঁত জীবন ও চরিত্রের মধ্যে আমরা মানব জাতির আদর্শ, সম্ভাবনা, ও আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা দেখতে পাই । তিনি আমাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ । তিনি আমাদের মানদন্ড বা আদর্শ , যার দ্বারা আমাদের কথাবার্তা, চিন্তা ও কাজ মাপা হয় । তিনি যখন আমাদের অন্তরে বাস করেন ও আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করেন, তখন আমরা কি রকম আশ্চর্য সুন্দর জীবন পেতে পারি, তিনি আমাদের তা দেখিয়েছেন ।

ইফিষীয় ৪ ঃ ১৩ ; আমরা যেন সবাই ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করে এবং তাঁকে ভাল করে জানতে পেরে এক হই । আর খ্রীষ্ট যেমন সমস্ত গুণে পূর্ণ, আমরাও যেন তেমনি সমস্ত গুণে পূর্ণ হয়ে পরিপূর্ণ হই ।

যীশুর জীবন আরও প্রমাণ করেছে যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে তার যোগ্য । তাঁর পাপশূন্য জীবন দেখিয়েছে যে, তিনি আমাদের বদলে একজন হওয়ার যোগ্য । তাঁর ক্ষমতা, জ্ঞান এবং ভালবাসা দেখায় যে, তিনি আমাদের রাজা হওয়ার উপযুক্ত ।

প্রস্তুতি ঃ

মানুষ হিসাবে যীশুর জীবন ছিল তাঁর কাজের জন্য একটি আবশ্যকীয় প্রস্তুতিকাল । তাঁর এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মানব স্বভাবকে বুঝতে সক্ষম হলেন এবং তা তাঁকে আমাদের প্রতিনিধি ও বিচারক হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছে ।

যীশু যেন আমাদের যাজক হতে পারেন, সেই জন্যই তাকে মানুষ হতে হয়েছিল । তিনি আমাদের দুর্বলতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন । তিনি আমাদের সমস্যা বুঝবেন । তিনি দুঃখ ভোগের মাধ্যমে বাধ্যতার মূল্য

জেনেছেন । যীশু পৃথিবীতে থাকা কালে, তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করেছেন । আর আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবার পর, এখন তিনি স্বর্গে আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন ।

ইব্রীয় ২ : ১৭, ১৮ ; সেই জন্য যীশুকে সব দিক থেকে তাঁর ভাইদের মত হতে হল, যেন তিনি একজন দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহা-পুরোহিত হিসাবে ঈশ্বরের সেবা করতে পারেন । এর উদ্দেশ্য হল , তিনি যেন নিজের মৃত্যুর দ্বারা মানুষের পাপ দূর করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন । তিনি নিজেই পরীক্ষা সহ্য করে কষ্ট ভোগ করেছিলেন বলে, যারা পরীক্ষার সমনে দাঁড়ায় তাদের তিনি সাহায্য করতে পারেন ।

ইব্রীয় ৪ : ১৪-১৬ , ঈশ্বরের পুত্র যীশুই আমাদের মহা-পুরোহিত, যিনি স্বর্গে গিয়ে এখন ঈশ্বরের সামনে আছেন । আমাদের মহা-পুরোহিত এমন কেউ নন, যিনি আমাদের দুর্বলতার জন্য আমাদের সঙ্গে ব্যাথা পান না, কারণ আমাদের মত করে তিনিও সব দিক থেকেই পাপের পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ পাপ করেননি । সেই জন্য এস, আমরা সাহস করে ঈশ্বরের দয়ার সিংহাসনের সামনে এগিয়ে যাই, যেন দরকারের সময় সেখান থেকে আমরা তাঁর দয়া ও সাহায্য পেতে পারি ।

যীশু মানুষ রূপে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা তাঁকে মানুষের উপর রাজত্ব করবার জন্য প্রস্তুত করেছিল । মনুষ্যপুত্র তিনি আদমের বংশের নিখুঁত ও সিদ্ধ প্রতিনিধি, তিনিই হবেন এর শাসনকর্তা । তিনি হবেন একজন নিখুঁত রাজা, কারণ তিনি আমাদের প্রয়োজনগুলি ঠিক ঠিক জানেন তিনি আমাদের বুঝেন । আর তিনি যেহেতু আমাদের জন্য মরেছিলেন, তাই আমাদের জীবনে রাজত্ব করবার অধিকারও তাঁর আছে । যারা তাঁকে প্রভু বলে গ্রহণ করেছে, তিনি এখন তাদের জীবনের রাজা । যে জগতের জন্য তিনি মরেছিলেন, একদিন তিনি সেই জগত শাসন করবেন ।

দানিয়েল ৭ : ১৩, ১৪ ; আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ

আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাহার সম্মুখে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না; এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না।

অন্যের বদলে হওয়া ঃ

যীশু জন্ম নিয়েছিলেন যেন, আমাদের জন্য মরতে পারেন। সমগ্র মানব জাতি পাপ করেছিল এবং অনন্ত মৃত্যুই ছিল তার একমাত্র পাওনা। আমাদের মধ্যে একজনও এর বাদ ছিল না। স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের শাস্তি বহন করাই ছিল আমাদের রক্ষা করবার একমাত্র পথ। কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে তিনি মরতে পরেন না। সুতরাং তিনি মানুষ হলেন যেন, আমাদের বদলে মরে আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

যীশু কেবল আমাদের বদলে ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণই করেন নি। তিনি মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়েছেন এবং যারাই তাঁকে গ্রহণ করে, তাদের সবাইকে তিনি তাঁর অনন্ত রাজ্যে স্থান দেন। তিনি নিজের সাথে আমাদের যুক্ত করেন, যার ফলে, ঈশ্বরের পুত্ররূপে আমরাও তাঁর সমস্ত অধিকার ভোগ করতে পারি।

ইব্রীয় ২ ঃ ৯-১১, ১৩-১৫ ; কিন্তু যীশুকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাঁকে স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্য নীচু করা হয়েছিল, যেন ঈশ্বরের দয়ায় প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে তিনি নিজেই মরতে পারেন--অনেক সন্তানকে তাঁর মহিমার ভাগী করবার উদ্দেশ্যে------। যীশুই আগে গিয়ে সেই সন্তানদের জন্য পাপ থেকে উদ্ধার পাবার পথ তৈরী করেছেন। যিনি লোকদের পবিত্র করেন, সেই যীশু নিজে এবং যাদের তিনি পবিত্র করেন সেই লোকেরা, সকলেই ঈশ্বরের পরিবারের লোক।

তিনি বলছেন, "দেখ, আমি আর সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন।" সেই সন্তানেরা হল ; মানুষ। সেই জন্য যীশু নিজেও মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই

শয়তানকে, তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিহীন করেন, আর মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন দাসের মত কাটিয়েছে, তাদের মুক্ত করেন।

মধ্যস্থতা :

ঈশ্বরের সাথে মানুষকে পুনর্মিলিত করবার জন্যই যীশু মানুষ হয়েছিলেন। পাপ এসে পবিত্র ঈশ্বর ও বিদ্রোহী মানুষের মধ্যে এক বিরাট ফাঁকের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়ে, মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে, তাঁকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে আনবার উপায় করলেন। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটি নুতন নিয়ম বা চুক্তির "মধ্যস্থ ব্যক্তি" হিসাবে যীশু আসলেন।

১ তীমথিয় ২ : ৫, ৬ ; ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন ; মানুষ খ্রীষ্ট যীশু। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে জীবন দিয়েছিলেন।

নূতন নিয়মের সময়ে কোন দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য আদালত একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি নিয়োগ করত যাকে, ঐ ব্যক্তির সব কিছুর দায়িত্ব নিতে হত। পাওনাদারদের সব পাওনা শোধ করবার দায়িত্ব ছিল এই মধ্যস্থ ব্যক্তির উপর। যদি দেউলিয়া ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তি, সব ঋণ শোধ করবার জন্য যথেষ্ট না হত তাহলে মধ্যস্থব্যক্তি নিজেই তা শোধ করতেন।

এখানে আমরা যীশুর আশ্চর্য ও সুন্দর চিত্র পাই। তিনি ঈশ্বরের সামনে আমাদের মধ্যস্থ। তাঁর মৃত্যু আমাদের সব পাওনা শোধ করেছে। যে পাপ ও অপরাধ ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের পৃথক করে রেখেছিল, যীশুর মাধ্যমে আমরা সে সব থেকে মুক্ত হয়েছি। তাঁর ক্রুশই ঈশ্বরের সাথে আমাদের যোগসূত্র। তিনি আমাদের এক নূতন স্বভাব, অর্থাৎ তাঁর নিজের স্বভাব দান করেন, এবং আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করেন। যীশু মানুষের

স্বভাব ধারণ করে আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের আর এক সুন্দর জগতে নিয়ে যান। আমরা যেন ঈশ্বরের সন্তান হতে পারি, সেই জন্যই ঈশ্বরের পুত্র "মনুষ্যপুত্র" হয়ে জগতে এলেন।

গালাতীয় ৪ : ৪, ৫ ; ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন এবং আইন-কানুনের অধীনে জীবন কাটালেন, যেন আইন কানুনের অধীনে থাকা লোকদের তিনি মুক্ত করতে পারেন, আর যেন ঈশ্বরের পুত্রদের যে অধিকার আছে, তা আমরা পাই।

১ পিতর ৩ : ১৮ ; খ্রীষ্টও পাপের জন্য একবারই মরেছিলেন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সেই নির্দোষ লোকটি পাপীদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য, মরেছিলেন।

নূতন নিয়মের সর্বত্র এমন অনেক শাস্ত্রপদ আছে যেগুলি আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি তা বলে এবং যীশু কেন মনুষ্যপুত্র হলেন, তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। যীশু সংক্ষেপে এর বর্ণনা দিয়েছেন :

লুক ১৯ : ১০ ; "যারা হারিয়ে গেছে তাদের খোঁজ ও পাপ থেকে উদ্ধার করতেই মনুষ্যপুত্র এসেছেন।"